সমাজকর্মের শাখা
(Branches of Social Work)

ইউনিট
2

ভূমিকা

সমাজকর্ম মানবিক সমস্যা মোকাবিলায় একটি বহুমুখী মানোবচিত (humanitarian) সাহয্যকারী পেশা। সমাজকর্ম সমাজস্থ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বহুমুখী সমস্যা সমাধানে জ্ঞান ও মূল্যবোধকে ভিত্তি করে কার্যকর সমাধানে প্রয়াস চালায়। বহুমুখী পেশা হিসেবে সমাজকর্ম অনুশীলনের কতগুলো বিশেষায়িত শাখা রয়েছে যা সমাজজীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিকাশ লাভ করেছে। যেমন− চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্তদের মনো-সামজিক সমস্যা মোকাবিলায় চিকিৎসা সমাজকর্ম গড়ে উঠেছে। এছাড়া সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, শিল্প সমাজকর্ম ইত্যাদি বিশেষায়িত শাখা রয়েছে। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এ সমাজে সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি জটিল হওয়ার সাথে সাথে সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখাও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার পরিচিতি
পাঠ-২.২ : মানবিক সমস্যার ধারণা এবং এর সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক
পাঠ-২.৩ : চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস
পাঠ-২.৪ : চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-২.৫ : ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস
পাঠ-২.৬ : ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-২.৭ : সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস
পাঠ-২.৮ : সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব ও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-২.৯ : বিদ্যালয় সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস
পাঠ-২.১০ : বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব ও বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-২.১১ : শিল্প সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস
পাঠ-২.১২ : শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব ও শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-২.১৩ : জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস
পাঠ-২.১৪ : জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রবীণকল্যাণে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা

পাঠ-২.১ সমাজকর্ম শাখার পরিচিতি (Introduction to Branches of Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.১.১ সমাজকর্মরে বিভিন্ন শাখার পরিচিতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

২.১.১ সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার পরিচিতি

মানবজীবনের বহুমুখী সমস্যার সর্বোত্তম পন্থায় মোকাবিলায় সমস্যাগ্রস্তদের সক্ষম করতে সমাজকর্মীরা বিভিন্নরকম পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন ধরনের অনুশীলনক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মের কতগুলো ক্ষেত্রকেন্দ্রিক সেবা কার্যক্রম বিকাশ লাভ করেছে। সমাজকর্মের বিশেষ বিশেষ সরাসরি সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রকেন্দ্রিক সেবাকার্যক্রমকে সমাজকর্মের শাখা বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, পেশাদার সমাজকর্মের যেসব শাখায় সেবাদানকারী বা সমাজকর্মীরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন তাই সমাজকর্মের শাখা। যেমন– চিকিৎসা সমাজকর্ম, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম, শিল্প সমাজকর্ম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম, গ্রামীণ সমাজকর্ম নামে শাখা রয়েছে। সমাজকর্মের শাখাকে দুই দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন– ক) বিশেষায়িত শাখা যেমন– আসক্তি সমাজকর্ম (Addiction Social Work), বিদ্যালয় সমাজকর্ম (School Social Work) ইত্যাদি এবং খ) সাধারণ শাখা যেমন– মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health), পরিবার ও শিশুসেবা (Family and Child Care) ইত্যাদি। Elvira Craig De Silva *et. al.* (২০০৫)তাঁদের *"Practice in Health Care Setting"* গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে সমাজকর্মের শাখাসমূহ উপস্থাপন করেছেন–

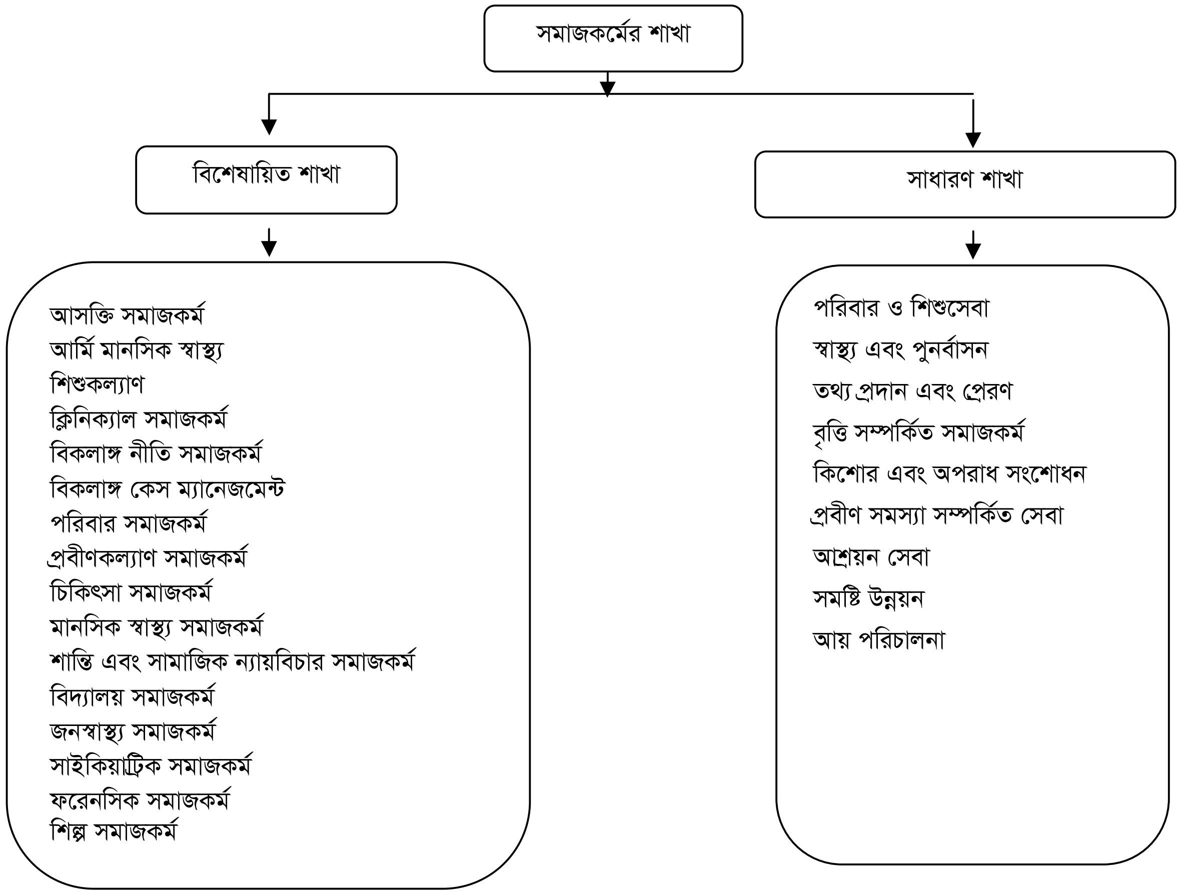

চিত্র ২.১.১: সমাজকর্ম শাখা

সমাজকর্ম একটি বহুমুখী পেশা হিসেবে এর পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমস্যার সম্পর্কযুক্ত শাখায় সামজকর্মীর জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের মাধ্যমে সামস্যা সমাধানে গতিশীল ভূমিকা পালন করেন।

সারসংক্ষেপ

ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের বিশেষ ক্ষেত্রকেন্দ্রিক সেবাকার্যক্রমকে সমাজকর্মের শাখা বলা হয়। যেমন- চিকিৎসা সমাজকর্ম, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম, মিলিটারী সমাজকর্ম ইত্যাদি। সমাজকর্মের পরিচিতি ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়ার ফলে সমাজকর্মের শাখাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখা নয় কোনটি?

ক) সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম খ) বিদ্যালয় সমাজকর্ম
গ) মিলিটারী সমাজকর্ম ঘ) রোগীকল্যাণ সমাজকর্ম

২। সমাজকর্মের শাখাকে কয়টি দিকে ভাগ করা হয়?

ক) এক খ) দুই
গ) তিন ঘ) চার

পাঠ-২.২ মানবিক সমস্যার ধারণা এবং এর সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক (Concept of Human Problem and Relationship between Human Problems and Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.২.১ মানবিক সমস্যা ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.২.২ মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

২.২.১ মানবিক সমস্যা ধারণা

মানুষ ও সমস্যা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। মানুষ থাকলে সমস্যাও থাকবে। তবে সব সমস্যাকে মানবিক সমস্যা বলা যায় না। মানবিক সমস্যা হলো এমন সমস্যা যা সমাজজীবন থেকে উদ্ভূত হয়ে সমাজস্থ মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন– পিতা-মাতার স্নেহ-ভালোবাসার অভাবে শিশুর হীনমন্যতা, হতাশা ও একাকিত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাড়ি থেকে পালায়ন ও রাস্তায় দিনযাপন শুরু। একসময় শিশুটি মাদক সেবন ও মাদক পাচারের সাথে যুক্ত হয়ে গেল। এক্ষেত্রে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, শিশুর আচরণিক সমস্যা, সমাজজীবনের সমস্যা, মাদকাসক্ত ও কিশোর অপরাধ সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এই সমস্যা হচ্ছে মানবিক সমস্যা।

২.২.২ মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক

সমস্যাগ্রস্ত মানুষের মানবিক সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠেছে। সমাজকর্মের প্রতিটি শাখাই নির্দিষ্ট মানবিক সমস্যা মোকাবিলার লক্ষে প্রয়াস চালায়। সমজকর্ম হচ্ছে একটি মানবোচিত (humanitarian) সাহায্যকারী পেশা যা মানবিক সমস্যার পরিকল্পিত ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালায়। সমাজস্থ মানুষের মানবিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সহায়তা প্রয়োজন রয়েছে। মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মে বহুমুখী ও বিচিত্র শাখা সৃষ্টির সম্পর্ক গভীর। উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে অনুধাবন করা যাবে। শিল্প কারখানার একজন শ্রমিকের দাম্পত্য কলহের দরুণ হতাশা, কর্মবিমুখতা ও বিরুপ মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। যার ফলে তার মনে একসময় হীনমন্যতা ও জীবন সম্পর্কে অনীহার সৃষ্টি হতে পারে। এই হীনমন্যতার ও অনীহার দরুণ সে মাদকাসক্ত হতে পারে, অপরাধ প্রবণ হতে পারে অথবা কর্মস্থলে কম উৎপাদনশীল হতে পারে অর্থাৎ পারিবারিক দারিদ্র্য, পারিবারিক সমস্যা, মানবিক আচরণিক সমস্যা এবং শ্রমিকের মানসিক সমস্যা থেকে বহুমুখী সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করেত হবে। এখানে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম, শিল্প সমাজকর্ম, মানসিক স্বাস্থ্য সমাজকর্মের পাশাপাশি সরাসরি সেবা প্রদান শাখার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে প্রয়াস চালাতে হবে। আরো একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে উপস্থাপন করা যায়। যেমন– যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি কিছু দিন যাবৎ হাসপাতালে ভর্তি আছেন। রোগীর শারীরিক অবস্থার চাইতে তার মানসিক অবস্থা খুবই নাজুক। তিনি পেশাগত জীবনে একজন কারখানার শ্রমিক। তার কারখানার কর্মপরিবেশ এবং আবাসস্থল অস্বাস্থ্যকর ফলে তিনি যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম হচ্ছেন না বিধায় তাকে চিকিৎসা সমাজকর্মের আওতায় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তবে তার সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য তাকে শিল্প সমাজকর্মের আওতায় এবং সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের আওতায় সেবা প্রদান করতে হবে। কেননা চিকিৎসা সমাজকর্ম হাসপাতালের পরিবেশে সামঞ্জস্য বিধান করে রোগীর সমস্যা সমধানে কাজ করে। অন্যদিকে মানসিক জটিল সমস্যার মূল কারণ নির্ণয় করে সামজিক সেবা প্রদান করে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের কাজ করা সাইকিয়াট্রিক সামজকর্ম এবং শিল্পপরিবেশে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব, শ্রমিকদের কল্যাণ ও শিল্প পরিবেশের উন্নয়ন এবং সমস্যা সমাধানে কাজ করে শিল্প সমাজকর্ম। মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার বিস্তৃতি ও প্রসারের সম্পর্ক যেমন রয়েছে তেমন মানবিক সমস্যার কার্যকর সমাধানে বিভিন্ন শাখার সমন্বিত প্রয়োগেরও সম্পর্ক রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

মানবিক সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যকার সম্পর্ক বিদ্যমান। মানবিক সমস্যার সমাধান সমাজকর্মের একক কোন শাখার জ্ঞান ও দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত হয়। সমাজজীবনে সমস্যার বিস্তৃতির সাথে সাথে সমাজকর্ম শাখারও প্রসার ঘটছে। সুতরাং বলা যায় মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বহুমুখী ও বিচিত্র শাখা সৃষ্টির সম্পর্ক গভীর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। নিচের কোনটি মানবিক সমস্যা?

ক) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা   খ) রাজনৈতিক সহিংসতা

গ) বৈশ্বিক উষ্ণতা   গ) পারিবারিক কলহ

পাঠ-২.৩ চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস (Concept and History of Medical Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৩.১ চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণাটি বর্ণনা করতে পারবেন।
২.৩.২ চিকিৎসা সমাজকর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।
২.৩.৩ চিকিৎসা সমাজকর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচনা করতে পারবেন।

২.৩.১ চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণা

চিকিৎসা সমাজকর্ম হলো আধুনিক সমাজকর্মের অন্যতম প্রায়োগিক শাখা, যে শাখায় সমাকজর্মীরা চিকিৎসা গ্রহণকারী সমস্যাগ্রস্ত রোগীদের মনো-সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা অসমতা বা আংশিক অক্ষমতা এবং আবেগীয় ও মানসিক সামঞ্জস্যহীনতা প্রতিকার ও প্রতিরোধে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মুল্যবোধ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। চিকিৎসা সমাজকর্মের সংজ্ঞায় R.A. Skidmore and M.G. Thakery (১৯৬৪:৭২) তাঁদের "Introduction to Social Work" গ্রন্থে বলেছেন,"স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করাকেই চিকিৎসা সমাজকর্ম বলা হয়"। আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্ম সমিতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "চিকিৎসা সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের তত্ত্ব ও পদ্ধতির পেশাগত অনুশীলন যা মনো-সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা, অসমাতা বা আংশিক অক্ষমতা অথবা আবেগীয় ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার প্রতিকার ও প্রতিরোধ কল্পে প্রয়োগ করা হয়।"

সুতরাং বলা যায়, চিকিৎসা সমাজকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি বিশেষ শাখা, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, কৌশল এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করে রোগীকে তার আওতাধীন চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধার পূর্ণতম ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনে সহায়তা করা হয়।

২.৩.২ চিকিৎসা সমাজকর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে

চিকিৎসা সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে চিকিৎসাধীন রোগীর সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে হাসপাতাল, চিকিৎসক, নার্সসহ সংশ্লিষ্টদের কাজের সমন্বয় সাধন করে দলীয় কর্মের (team work) মাধ্যমে চিকিৎসায় সহায়তা করা। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার চিকিৎসা সমাজকর্মী সমিতি উল্লেখ করেছে, "চিকিৎসা সমাজকর্ম রোগীর সার্বিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালায় না। এটি শুধু সেসব সামাজিক উপদান বিশ্লেষণ করে, যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে রোগীর অসুস্থতা এবং চিকিৎসার বাধা হিসেবে দেখা দেয়। এগুলোকে "Social Component of Illness" বা রোগের সামাজিক উপাদান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

২.৩.৩ চিকিৎসা সমাজকর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তন

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে চিকিৎসা সমাজকর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। ১৮৮৩ সালে ইংল্যান্ডে একটি মানসিক হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা পরবর্তী দেখাশোনা করার মাধ্যমেই এ কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে। চার্লস এস. লক (Charls S. Loch) এর নেতৃত্বে ১৮৯০ সালে Lady Almonors in England Hospital-এ ফ্রি চিকিৎসা নেয়ার জন্য আবেদনকারী রোগীদের মানসিক অবস্থা তদন্ত করার মাধ্যমে চিকিৎসা সমাজকর্মের অগ্রযাত্রায় আরেকটি মাত্রা সংযোজিত হয়। লন্ডনের রয়্যাল ফ্রি হাসপাতালে ১৮৯৫ সালে প্রথম লেডি আলমোনারস (Lady Almomers) নিয়োগ করা হয়। যাদেরকে চিকিৎসা সমাজসেবিকা হিসেবে অবিহিত করা হতো। ১৯০২ সালে জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. চালর্স পি. ইমারসন (Dr. Charles P. Emerson) মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের সামাজিক এজেন্সিতে প্রশিক্ষণ দানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে চিকিৎসা শিক্ষার অংশ হিসেবে সামাজিক ও আবেগীয় সমস্যা অন্তর্ভুক্ত হয়। এর মাধ্যমে মেডিক্যাল শিক্ষার্থীরা রোগের সাথে রোগীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন শহরে Massachusetts General Hospital এর ড. রিচার্ড ক্লার্ক ক্যাবট (Dr.

Richard Clarke Cabot) এর উদ্যোগে প্রথম চিকিৎসা সমাজকর্মের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। যার ফলে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতালে সুষ্ঠু চিকিৎসার স্বার্থে চিকিৎসা সমাজকর্মীদের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ১৯১৮ সালে আমেরিকায় চিকিৎসা সমাজকর্ম সমিতি গঠনের মাধ্যমে এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। ১৯৪৫ সালে বৃটেনে ইনস্টিটিউট অব আলমনারস (Institute Almoners) নামে চিকিৎসা সমাজকর্মীদের একটি সংগঠন গঠিত হয়। পরবর্তিতে ১৯৬৪ সালে এর নাম পরিবর্তন করে ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সোশ্যাল ওয়ার্কারস (Institute of Medical Social Workers) করা হয়। উল্লেখ্য এ সংগঠনটি ১৯৭০ সালে গঠিত ব্রিটিশ সমাজকর্মী সংস্থার (British Social Workers) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠন। উন্নত বিশ্বের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে উন্নয়নশীল দেশে চিকিৎসা সমাজকর্ম ধারণার সূত্রপাত ঘটে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৫৮ সালে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সহায়তার জন্য হাসপাতাল সামাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্যে ৪১৯ টি উপজেলায় হেলোথ কমপ্লেক্সে এই কার্যক্রমের আওতায় রোগীকল্যাণ সমিতি কাজ করছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় ৯৫টি হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্ম ‘হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম’ নামে পরিচালিত হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

চিকিৎসা সমাজকর্ম হচ্ছে আধুনিক সমাজকর্মের অন্যতম একটি প্রায়োগিক শাখা যা দলীয় কর্মের (team work) মাধ্যমে রোগীর অসুস্থতা ও চিকিৎসার বাধা হিসেবে আবির্ভূত সামাজিক উপাদানসমূহ দূর করে থাকে। ১৯০৫ সালে Dr. Richard Clarke Cabot এর উদ্যোগে সর্বপ্রথম চিকিৎসা সমাজকর্মের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯১৮ সালে আমেরিকায় চিকিৎসা সমাজকর্মী সমিতি গঠনের মাধ্যমে এটি পূর্ণাঙ্গ পেশাগত রূপ লাভ করে। বাংলাদেশে চিকিৎসা কমাজকর্ম হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম নামে পরিচালিত হচ্ছে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। দচিকিৎসা সমাজকর্মের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় কবে?

ক) ১৯০৪ খ) ১৯০৫
গ) ১৯০৬ ঘ) ১৯০৭

২। চিকিৎসা সমাজকর্মীর সর্বপ্রথম পেশাগত সংগঠন কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) ইংল্যান্ড খ) আমেরিকা
গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) বাংলাদেশ

পাঠ-২.৪ চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা (Importance of Medical Social Work and the Role of Medical Social Worker)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৪.১ চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

২.৪.২ চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.৪.১ চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব

চিত্র ২.৪.১ : চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব

চিকিৎসা সমাজকর্ম আধুনিক সমাজকর্মের অন্যতম সংযোজন। এ শাখায় সমাজকর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় এবং পুনবার্সন কার্যক্রমের মাধ্যমে সেবাদান করে থাকে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মী রোগীর পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধানে মানসিক সমার্থন প্রদান এবং প্রয়োজনীয় বস্তুগত ও অবস্তুগত সেবার মাধ্যমে সক্ষম করে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিকিৎসা সমাজকর্মীর বা দলীয় কর্ম-প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে রোগের আর্থ-সামাজিক কারণ উদ্ঘাটন ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রোগীর রোগ নিরাময়ে চিকিৎসাসেবাকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করতে চিকিৎসককে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব অত্যাধিক। চিকিৎসা সমাজকর্ম অনুশীলনে চিকিৎকের চিকিৎসাদান প্রক্রিয়া গতিশীল হয়। যার ফলে রোগী দ্রুত নিরাময় লাভ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে।

Elizabeth A. Segal et al. (2007:224) তাঁদের *''An Introduction to the Profession of Social Work : Becoming a Change Agent''* গ্রন্থে চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা– গভীর যত্ন (acute care), চলিষ্ণু যত্ন (ambulatory care) এবং দীর্ঘকালীন যত্ন (long term care)। এক্ষেত্রে দুটি ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন–

এক. জটিলতর তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সাহায্যার্থী এবং তাদের পরিবারকে অধিকতর সাহায্য করা যাতে করে তারা অতি দ্রুত সমস্যা সমাধান করতে পারে (Helping clients and their families more through an effectivity deal with a complex system of care so that they can return home as soon as possible.)।

দুই. স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সর্বজনীন প্রাপ্যতা ও জবাবদিহিতার এবং পরিবর্ধিত কার্যকারিতায় পরামর্শ দান। (Advocating for universal availability and accunibility and increased effectiveness in delivery of health care services.)।

S. S. Dhooper (1998) তাঁর "*Social Work in Health Care in the 21st Century*" -তে হাসপাতাল সমাজকর্মীর কার্যাবলী সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

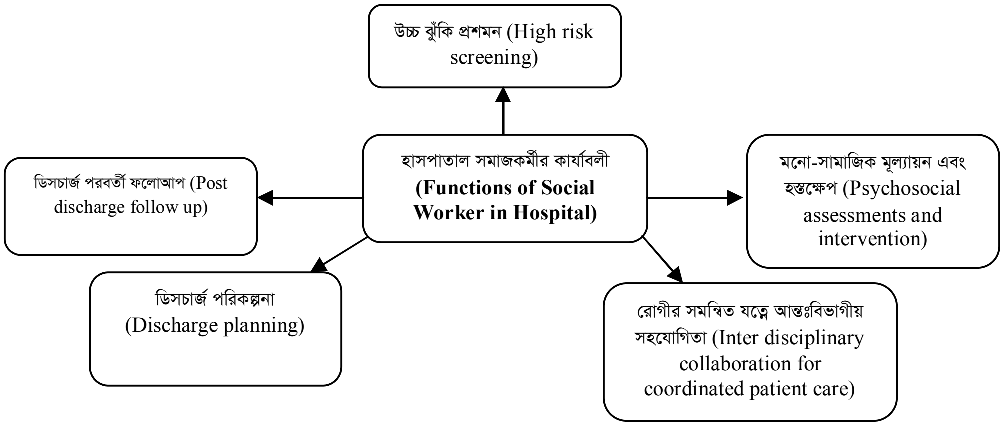

চিত্র ২.৪.১ : হাসপাতাল সমাজকর্মীর কার্যাবলী

আধুনিক শিল্প যুগে মানবিক ও সামাজিক বিষয়াদি রোগীর রোগ সৃষ্টি, রোগের কারণ ও প্রভাব বিস্তারের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। চিকিৎসাধীন রোগীর মানবিক, সামাজিক ও অন্যান্য দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা সমাজকর্মীরা রোগীর কার্যকর সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আব্দুল মিঞা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। চিকিৎসক যক্ষ্মা রোগ নিরাময়ে ঔষধ দিচ্ছেন। কিন্তু তার রোগ নিরাময় বিলম্বিত হচ্ছে। আব্দুল মিঞার যক্ষ্মার চিকিৎসা অনুসন্ধান করে জানা গেল তিনি হাসপাতালের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। তাছাড়া তিনি এই ধারণা পোষণ করেছেন যে, তিনি খুব শীঘ্রই মারা যাবেন। তিনি মানসিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী তার সমস্যা সামাধানে সমর্থনমূলক চিকিৎসা প্রদান করে রোগীর রোগ নিরাময়ে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

২.৪.২ চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে চিকিৎসক বিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা কমাজকর্ম একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসা সমাজকর্মী হাসপাতালে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে রোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সামাজিক উপাদান দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। Russel H. Kurtz (১৯৬৯:৩৭৮) নিম্নোক্তভাবে *''The Social Work Year Book-1960''*-এ চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা তুলে ধরেছেন।

১. রোগীর সামাজিক অবস্থাকে কৃতিত্বপূর্ণভাবে সংজ্ঞায়িতকরণ;
২. রোগীর রোগের উৎপত্তি ও চিকিৎসার উপর প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক শক্তি ও উপাদানসমূহ চিহ্নিতকরণ;
৩. রোগীর রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ পরিবর্তনের জন্য হস্তক্ষেপের উপযুক্ত পদক্ষেপ নির্বাচন;
৪. যৌথ চিকিৎসা পরিচালনা ও চিকিৎসার ফলাফল মূল্যায়নে অংশগ্রহণ; এবং
৫. যৌথ চিকিৎসা পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কাঠামোর সাথেই সামাজিক চিকিৎসার বাস্তবায়ন।

চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও কার্যাবলী প্রসঙ্গে Dova Goldstine (১৯৫২:১১৮) তাঁর গ্রন্থ "*Reading in the Theory and Practice of Medical Social Work*" -এ ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজকর্ম অনুশীলন করা একজন চিকিৎসা সমাজকর্মীর প্রাথমিক কাজ উল্লেখ করেছেন। চিকিৎসা সমাজকর্মীরা প্রধানত পাঁচ ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন তা হলো:

১. ব্যক্তি সমাজকর্ম অনুশীলন (Practicing social casework);
২. চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি-পরিকল্পনা এবং নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ (Participation in program-planning and policy formulation within the medical institution);
৩. সমষ্টিতে সামাজিক ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি উন্নয়নে অংশগ্রহণ (Participation in the development of social and health programme in the community);
৪. পেশাগত কর্মকর্তাদের শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ (Participation in the educational program for professional personnel); এবং
৫. সামাজিক গবেষণা পরিচালনা (Carrying out Social research)।

চিকিৎসা সমাজকর্মীরা রোগীর অসুস্থতা, শারীরিক অসুবিধা এবং চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক প্রয়োজন ও সমস্যা নিয়ে কাজ করে থাকেন। চিকিৎসার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য পেশাদারদের সাথে বহুমুখী সেবার অপরিহার্য অংশ হিসেবে তারা কাজ করেন। সমাজে বিদ্যমান চিকিৎসা ও সামজসেবার মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে তারা সংযোগকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। Dr. D. Paul Chowdhry (১৯৮১:১৭৬-১৭৭) তাঁর *''A Handbook of Social Welfare''* গ্রন্থে চিকিৎসা কমাজকর্মীর ১৬টি ভূমিকা উল্লেখ করেছেন তা হলো :

১. রোগীকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেবা দান;
২. স্বাস্থ্যসেবার যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও আবেগীয় বিষয়াবলী ডাক্তারের নিকট ব্যাখ্যা করা;
৩. রোগের ইতিহাসসহ রোগীর ব্যক্তিগত তথ্যাবলী রক্ষণাবেক্ষণ করা;
৪. মনস্তাত্তিক চিকিৎসা, চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড, লাইব্রেরির সুযোগ, সখ এবং কিছু কিছু হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান করা;

৫. হাসপাতালের নিয়মকানুন এবং বিভিন্ন বিভাগের সাথে যোগাযোগ ও আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে রোগীকে অবগত করতে সহায়তা করা যাতে সেবা লাভে কোনো অসুবিধা না হয়;
৬. যেসব রোগী ছাড়পত্র পাচ্ছে তাদের জন্য আফটার কেয়ার সার্ভিস ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন বিষয়ে রোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সমাজে বিদ্যমান সেবার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
৭. সমাজকর্মী কর্তৃক গৃহ পরিদর্শনের মাধ্যমে রোগীর সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে ডাক্তারের কাছে ব্যাখ্যা করা এবং রোগের কারণে সৃষ্ট নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পরিবারকে সহায়তা করা;
৮. রোগী ও তার পরিবারের চাহিদামত আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য যেমন– যন্ত্রপাতি ও পোশাক প্রদান করা এবং সমাজস্থ কল্যাণমূলক এজেন্সীর মাধ্যমে রোগীর পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করা;
৯. হাসপাতালের স্টাফ, নার্স, ডাক্তার, থেরাপিস্টসহ অন্যান্যদের ওরিয়েন্টশন, চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং চিকিৎসা সেবায় প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক এবং আবেগীয় উপাদান সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা;
১০. স্বেচ্ছাসেবকদের সেবার মান সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা;
১১. বহিঃবিভাগ ও রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে ডাক্তারকে সহায়তা করা;
১২. ডাক্তারদের সাথে আলোচনা ও যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং হাসপাতালের নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করা;
১৩. চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য কেন্দ্রসমূহের পরিচালনা ও সদ্ব্যবহার করা;
১৪. যথাযথভাবে সামঞ্জস্য ও পুনঃসামঞ্জস্যবিধানে রোগীর পরিবারের সাথে কাজ করা;
১৫. স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচিতে ভূমিকা পালন করা; এবং
১৬. চিকিৎসা ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা।

সুতরাং বলা যায়, চিকিৎসা সমাজকর্মী চিকিৎসা ক্ষেত্রে বহুমুখী ভূমিকা পালন করেন। চিকিৎসা পূর্বকালীন, চিকিৎসা চলাকালীন এবং চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ সার্বিক চিকিৎসাদান প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সারসংক্ষেপ

চিকিৎসা সমাজকর্ম সমাজকর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগীকে সামঞ্জস্যবিধান, মানসিক সমর্থন প্রদান, প্রয়োজনীয় বস্তুগত এবং অবস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে কাঙ্খিত সামাজিক ভূমিকা পালন সক্ষম করতে চিকিৎসা সমাজকর্মী গতিশীল ভূমিকা পালন করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। নিচের কোনটি চিকিৎসা সমাজকর্মের আওতাভুক্ত?
ক) রোগীর প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করা
খ) রোগীকে ঔষধ নির্দেশ করা
গ) রোগীকে হাসাপাতাল পরিবেশে সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম করা
ঘ) রোগীর মনোচিকিৎসা করা

পাঠ-২.৫ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস (Concept and History of Clinical Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৫.১ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ধারণাটি লিখতে পারবেন।
২.৫.২ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

২.৫.১ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা

'ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম' হচ্ছে সমাজকর্ম পেশার একটি বিশেষায়িত শাখা। প্রকৃতপক্ষে 'Clinical' বা ক্লিনিক্যাল শব্দটি গ্রীক Kline শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর পাশে (at the beside)। অনেকে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম পরিভাষাটি ব্যক্তি সমাজকর্ম অথবা মনোচিকিৎসা সমাজকর্ম অর্থে ব্যবহার করলেও প্রকৃত অর্থে এগুলোর সঙ্গে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের কর্মপরিধিগত বেশ পার্থক্য রয়েছে। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের প্রাথমিক ফোকাস হচ্ছে মানসিক, আবেগীয়, মনো-সামাজিক ও আচরণগত কল্যাণ নিশ্চিত করা।

সাধারণ ভাষায়, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হচ্ছে সমাজকর্মের প্রত্যক্ষ অনুশীলনের এক বিশেষায়িত রূপ যার মাধ্যমে ব্যক্তি, দল, পরিবার ও সমষ্টির মানসিক, আবেগীয় ও মনো-সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা দূর করে সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়। Robert L. Barker (২০০৩) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, "ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হলো মানসিক ও সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা, বিকলঙ্গতা অথবা আবেগীয় ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার মতো অক্ষমতার প্রতিকার এবং প্রতিরোধে সমাজকর্মের তত্ত্ব ও পদ্ধতির পেশাগত অনুশীলন (Clinical Social Work is the professional application of social work theory and methods to the treatment and prevention of psychosocial dysfunction, disability or impairment, including emotional and mental disorders.)।"

সুতরাং বলা যায়, ক্লিনিক্যাল সামজকর্ম হচ্ছে সমাজকর্মের সেই শাখা যা সমস্যাগ্রস্তদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয় ও মনো-সামাজিক সমস্যাদি সমাধানের লক্ষে সেবা প্রদান করে থাকে। এই সেবা কার্যক্রম সমস্যা মূল্যায়ন (assessment), সমস্যা নির্ণয় (diagnosis) এবং সমস্যা সমাধান– সাইকো থেরাপি, কাউন্সিলিং (treatment-psychotherapy, counseling) নিয়ে আবর্তিত হয়ে থাকে।

২.৫.২ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ইতিহাস

প্রকৃতপক্ষে সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশের সাথে সাথে এর বিভিন্ন বিশেষায়িত শাখাসমূহেরও বিকাশ হতে থাকে। ১৯৬১ সালে NASW ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মকে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের জন্য অনুমোদন দেয় এবং ১৯৬৭ সালে 'হ্যান্ডবুক অন দি প্রাইভেট প্র্যাকটিস অব সোশ্যাল ওয়ার্ক'-এ এই সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা প্রদান করে। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে NASW ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং এ বিষয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। যার ফলাফলসরূপ ১৯৮২ সালে 'প্রোভিশনাল কাউন্সিল অন ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক' গঠিত হয়, যা ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে "ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম" সমাজকর্মের একটি বিশেষায়িত শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করে।

সারসংক্ষেপ

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হচ্ছে সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা যা মানসিক ও সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা, বিকলঙ্গতা অথবা আবেগীয় ভারসাম্যহীনতার মতো অক্ষমতার প্রতিকার ও প্রতিরোধে সমাজকর্মের তত্ত্ব ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে। সর্বপ্রথম ১৯৬১ সালে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ধারণাটির সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে NASW ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ‘Clinical’ ক্লিনিক্যাল শব্দটি কোন শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে?

ক) Kline খ) Cline

গ) Klinic ঘ) Clinic

২। Kline শব্দটি কোন ধরনের শব্দ?

ক) গ্রীক খ) ল্যাটিন

গ) স্প্যানিশ ঘ) জার্মানি

পাঠ-২.৬ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা (Importance of Clinical Social Work and The Role of Clinical Social Worker)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৬.১ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

২.৬.২ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.৬.১ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব

সমাজকর্ম অনুশীলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলন করা হয়ে থাকে। ব্যক্তি, পরিবার এবং ছোট দলের মানসিক ও সামাজিক ভূমিকা শক্তিশালী ও সংরক্ষণে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের তাৎপর্য অত্যাধিক। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম আন্তঃব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়া, মানসিক গতিশীলতা, জীবনমুখী সমর্থন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়াদি পরিচালনার মাধ্যমে সমাস্যার সমাধানে সামাজিক হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা চালায়। উল্লিখিত ক্ষেত্রে সমস্যা নির্ণয় এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মে সেবা প্রদান করা হয় - যা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের অন্তভুর্ক্ত সেবাসমূহ হলো মানসিক চিকিৎসা, পরামর্শসেবা, সেবাগ্রহীতাকেন্দ্রিক উপদেশ, উপদেষ্টা সেবা এবং মূল্যায়ন। সামাজিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে সমাজকর্মের অন্যতম কৌশল। সমাজকর্মের প্রত্যক্ষ ও সরাসরি হস্তক্ষেপের বিশেষ কৌশল হলো ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম। দাম্পত্য কলহ ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসন, মাদকাসক্তি নিরাময় ও অপরাধপ্রবণ আচরণ সংশোধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলিত হয়। সমাজের বহুমুখী মানবীয় সমস্যা সমাধানে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের প্রয়োগ লক্ষণীয়। ফলে স্বাস্থ্য ও মানসিকসেবা এজেন্সি, স্কুল, পরিবার ও শিশুকল্যাণ এজেন্সি, প্রবীণসেবা এজেন্সি, অপরাধ সংশোধনী এজেন্সিসহ বিভিন্ন সেবামুখী এজেন্সিতে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্র ২.৬.১ : ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

২.৬.২ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা

মানবীয় সমস্যা ও দুর্দশার অনেক দিক ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মী কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ক্লিনিক্যাল সমাজককর্মী দৈহিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ, পরিত্যক্ত, বঞ্চিত এবং সহিংসতায় শিকার মানবগোষ্ঠী, উদ্বাস্তু, বেকার, দুর্বল এবং অসহায় প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং গৃহহীনদের নিয়ে কাজ করে থাকে। বর্তমান সমাজের বহুমুখী মানবীয় সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীরা ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করছে।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান সমাজে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের পরিধি ও প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানবীয় সমস্যা ও দুর্দশা নিরসনে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা গুবুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কোনটি সমাজকর্মের প্রত্যক্ষ ও সরাসরি হস্তক্ষেপের বিশেষ কৌশল?

ক) ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম খ) চিকিৎসা সমাজকর্ম

গ) সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম ঘ) স্কুল সমাজকর্ম

পাঠ-২.৭ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস (Concept and History of Psychiatric Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৭.১ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২.৭.২ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

২.৭.১ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ধারণা

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা যা মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় আনুশীলন করা হয়। সর্বপ্রথম ১৯০৭ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়। মানসিক হাসপাতাল পরিবেশে মানসিক স্বাস্থ্য সেবাদানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের যে শাখা কাজ করে সে শাখাকে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম বলা হয়।
সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম হলো মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে সমাজকর্মের প্রয়োগ। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী মনোচিকিৎসক এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদলের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগে মনোচিকিৎসা ও অন্যান্য সমাজসেবার ব্যবস্থা করে থাকেন। তিনি একই উদ্দশ্যে রোগীর পরিবারের সদস্যদের সাথে কাজ করে থাকেন। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা সাধারণত সমাজকর্মের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সেবার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। সুতরাং বলা যায়, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম হলো মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় সমাজকর্মের জ্ঞান, তত্ত্ব ও দক্ষতা প্রয়োগের একটি শাখা।

২.৭.২ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ইতিহাস

আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটি হাসপাতালে ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯২৬ সালে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীদের পেশাগত সংগঠন আমেরিকান এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কাস গঠিত হয়। এরপর ১৯৫৫ সালে উক্ত সংগঠনটিকে আমেরিকার ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কাস (NASW) এর সাথে সমন্বিত করা হয়। পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান শিল্পসমাজে ব্যক্তি এবং পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট মানসিক অসুস্থতা মোকাবিলায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের প্রয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা যা মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় আনুশীলন করা হয়। আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটি হাসপাতালে ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের পেশাগত যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯২৬ সালে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীদের পেশাগত সংগঠন আমেরিকান এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কাস গঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কত সালে সর্বপ্রথম সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের পেশাগত যাত্রা শুরু হয়?

ক) ১৯০৬ সালে খ) ১৯০৭ সালে
গ) ১৯০৮ সালে ঘ) ১৯০৯ সালে

পাঠ-২.৮ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব ও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীর ভূমিকা (Importance of Psychiatric Social Work and the Role of Psychiatric Social Worker)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৮.২ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

২.৮.২ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

২.৮.১ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব

বর্তমানে মানবীয় সমস্যার অন্যতম দিক হচ্ছে মানসিক সমস্যা বা মানসিক ব্যাধি। চিকিৎসক এবং মনোচিকিৎসক অসুস্থতার চিকিৎসা করে থাকেন। তাঁরা এর সাথে সম্পর্কিত মানবিক সম্পর্কের সমস্যা সমাধান করেন না। মানবিক সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলা ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। মানসিক রোগীদের আচরণ সংশোধনে পরিবেশগত এবং সামাজিক সম্পদ ব্যবহারে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানসিক রোগ চিকিৎসায় সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন, বস্তুগত এবং অবস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহারে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের জ্ঞানের প্রয়োগ ফলপ্রসূ হয়। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম মানসিক রোগীর রোগের কারণ নির্ণয় করে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সেবা সহায়তা প্রদান এবং সামজে পুনর্বাসিত করার প্রয়াস চালায় যা একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পবিপ্লবোত্তর আধুনিক সমাজে জটিল ও বহুমুখী সামাজিক সমস্যা, নিরাপত্তাহীনতা, পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং মনো-সামাজিক দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়নের ফলে মানসিক রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এছাড়া বংশগতি, শারীরিক জটিলতা, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, জীবনধারণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে দ্বন্দ্ব ও বিভেদ, মাদকাসক্তি প্রভৃতিক কারণে প্রতিনিয়ত মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। আর এক্ষেত্রে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের জ্ঞান অপরিহার্য। মানসিক রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ভূমিকা উন্নয়নে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং বলা যায়, বর্তমান শিল্পসমাজে ব্যক্তি এবং পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট মানসিক অসুস্থতা মোকাবিলায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

২.৮.২ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীর ভূমিকা

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা মানসিক রোগীদের আচরণ সংশোধনে পরিবেশগত এবং সামাজিক সম্পদ ব্যবহারে সাহায্য করেন। মানসিক রোগ চিকিৎসায় সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন, বস্তুগত এবং অবস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহারে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করেন। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা সমস্যার কার্যকর ও বাস্তবসম্মতভাবে মোকাবিলা করে থাকেন। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী রোগীর রোগের কারণ নির্ণয় করে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সেবা সহায়তা প্রদান এবং সামজে পুনর্বাসিত করার প্রয়াস চালায় যা গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক রোগীর চিকিৎসায় চিকিৎসক এবং মনোচিকিৎসকগণ হাসপাতালকেন্দ্রীক চিকিৎসার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। মনোচিকিৎসগণ রোগীকে একক ব্যক্তি হিসেবে চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রধানত অবচেতন (unconscious), পারস্পরিক মানসিক উপাদান (inter-psychic factor) এবং রোগীর ব্যক্তিত্বের (individual personality) সামঞ্জস্যহীনতার চিকিৎসা করেন। অন্যদিকে, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে কোনো একক ব্যক্তি হিসেবে নয়, সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করেন। সমস্যাগ্রস্ত মানসিক রোগীকে তার পরিবারসহ সামাজিক পরিবেশের আলোকে মূল্যায়ন করেন। ফলে মানসিক রোগীর চিকিৎসা কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান শিল্পসমাজে ব্যক্তি এবং পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট মানসিক অসুস্থতা মোকাবিলায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

মানসিক রোগীর চিকিৎসায় রোগীকে একক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা মানসিকরোগীকে সামগ্রিকভাবে তার পরিবারসহ পরিবেশের আলোকে মূল্যায়ন করে রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ভুমিকা উন্নয়নে প্রয়াস চালায়। তাই সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মে মানসিক রোগীকে কিভাবে বিবেচনা করা হয়?

ক) এককভাবে খ) সামগ্রিকভাবে

গ) দলীয়ভাবে ঘ) পারিবারিকভাবে

পাঠ-২.৯ বিদ্যালয় সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস (Concept and History of School Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৯.১ বিদ্যালয় সমাজকর্ম ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.৯.২ বিদ্যালয় সমাজকর্মের ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

২.৯.১ বিদ্যালয় সমাজকর্ম

পেশাদার সমাজকর্মের একটি প্রায়োগিক শাখা হচ্ছে বিদ্যালয় সমাজকর্ম। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় সমাজকর্ম পরিচালিত হয়। সমাজকর্মের জ্ঞান ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে কাঙ্খিত সমন্বয় সাধনে সাহায্য করা এবং সমাজকর্মী কর্তৃক শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ এবং পরিবার ও সমাজের প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত ও সমন্বয় করার প্রচেষ্টাকে বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলা হয়। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞা অনুযায়ী, ‘‘বিদ্যালয় সমাজকর্ম সমাজকর্মের এক বিশেষায়িত শাখা যা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সাথে সন্তোষজনক সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনে বিদ্যালয়, পরিবার ও সমষ্টির প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন এবং প্রভাবিত করে (School social work is the specialty in social work oriented toward helping students make satisfactory school adjustment and coordinating and influencing the efforts of the school, the family and the community to help achieve this goal.)।’’

চিত্র ২.৯.১ : বিদ্যালয় সমাজকর্ম

বিদ্যালয় সমাজকর্ম বিদ্যালয় পরিবেশে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ ও বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সামঞ্জস্যবিধানের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। বিদ্যালয় সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের স্কুল পালানো, অমনোযোগিতা, উচ্ছৃংখল ও আক্রমনাত্মক আচরণ, বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যহীনতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সুতরাং বলা যায়, বিদ্যালয় সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের সেই বিশেষ শাখা যা সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, মূলবোধ, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে।

২.৯.২ বিদ্যালয় সমাজকর্মের ইতিহাস

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সর্বপ্রথম আমেরিকায় বিদ্যালয় সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়। ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে আমেরিকায় বোস্টন, হার্ডফোর্ড (কানেক্টিকাট) এবং নিউইয়র্ক শহরের কমিউনিটি এজেন্সিগুলোর সহায়তায় প্রথম বিদ্যালয় সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু হয়। শিক্ষার্থী, তার পরিবার ও বিদ্যালয়ের মাঝে কার্যকর যোগাসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে বোস্টনে ১৯০৬ সালে West End Neighbourhood Association and Women’s Education Association নামে দুটি সংস্থার উদ্যোগে হোম এবং স্কুল ভিজিটর (Home and School Visitor) নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে সংস্থা দুটিকে অনুকরণ করে আরো অনেক সংগঠন এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আমেরিকায় বিদ্যালয় সমাজকর্মের বিকাশে প্রথম উৎস হিসেবে সেটেলমেন্ট হাউজ এবং Henry Barnard School গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে বোস্টন, নিউইয়র্ক সিটি, শিকাগো এবং হার্ডফোর্ড এর বিদ্যালয়গুলোতে এ কার্যক্রম শুরু হয়। নিউইয়র্ক শিক্ষাবোর্ড ১৯১৪ সালে প্রথম বারের মত সরকারি স্কুল ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত বাজেট হতে এই খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ শুরু করে। বিদ্যালয় সমাজকর্ম বিকাশে প্রনোদনার দ্বিতীয় উৎস হিসেবে Marry Richmond -এর নাম অগ্রগণ্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন ও বিকাশে বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করতে সক্ষম হয় প্রশাসন। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৫ সালে আমেরিকায় National Association of School Social Work গঠিত হয় যা

পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে National Association of Social Workers (NASW) এর সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়। American National Association of School Social Work বিদ্যালয় সমাজকর্মের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্কুল সোশ্যাল ওয়ার্ক কাউন্সিল গঠন করে। ১৯৭০-১৯৮০ সালে আমেরিকায় বিদ্যালয় সমাজকর্ম কার্যক্রমে বিশেষ সেবা সহায়তার অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে। আমেরিকায় প্রণীত Education of All Handicapped Children's Act, 1975 এবং Individuals with Disability Education Act, 1990 অনুযায়ী বিদ্যালয় সমাজকর্মকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সমাজকর্মে সনদ পরীক্ষা শুরু হয় ১৯৯২ সালে। অবশেষে ২০০৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংস্থারূপে 'The American Council for School Social Work' গঠিত হয়। বাংলাদেশে ১৯৬৬ সালের দিকে বিদ্যালয় সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সমাজকল্যাণ বিভাগ পরীক্ষামূলকভাবে ১৯৬৯ সালে শিল্পনগরী ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুটি বিদ্যালয়ে স্কুল সমাজকর্ম প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালে আরো ৮টি বিদ্যালয়কে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৪ সালে তৎকালীণ সামরিক সরকারের আমলে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত বিদ্যালয় সমাজকর্ম কার্যক্রমটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

সারসংক্ষেপ

পেশাদার সমাজকর্মের একটি প্রায়োগিক শাখা হচ্ছে বিদ্যালয় সমাজকর্ম যা সমাজকর্মের জ্ঞান ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে কাঙ্খিত সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সর্বপ্রথম আমেরিকায় বিদ্যালয় সমাজকর্ম ধারণাটির সূত্রপাত ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বিদ্যালয় সমাজকর্ম সর্বপ্রথম কোন দেশে চালু হয়েছিল?

ক) আমেরিকায় খ) ইংল্যান্ডে

গ) কানাডায় ঘ) বাংলাদেশে

২। বিদ্যালয় সমাজকর্ম বিকাশে কার অবদান গ্রহণযোগ্য?

ক) ম্যারী রিচমন্ড খ) এম.জি থ্যাকারী

গ) উইলিয়াম বিভারিজ ঘ) জেইন অ্যাডামস

পাঠ-২.১০ বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব ও বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Importance of School Social Work and the Role of School Social Worker)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.১০.১ বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

২.১০.২ বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

২.১০.১ বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব

শিশুর প্রতিভা বিকাশ ও শিক্ষা লাভে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয় পরিবেশকে শিশুর জন্য শিক্ষাবান্ধব ও সৃজনশীল করে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিবাভকদের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্ম গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয় সমাজকর্মের মূল দর্শন হচ্ছে শিক্ষার্থীর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশে বাধা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোর মূলোৎপাটন। শিক্ষার্থীদের জৈব-মনো-সামাজিক অবস্থা নির্ণয় (bio-psycho-social assessment), কেস ব্যবস্থাপনা, আচরণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, মানসিক স্বাস্থ্য নীতি ও কর্মসূচি পরিকল্পনা, সম্পদ উন্নয়ন, স্কুল ও বিশেষ শিক্ষা সম্পর্কিত সেবা এবং থেরাপিউটিক হস্তক্ষেপ (therapeutic intervention) হচ্ছে বিদ্যালয় সমাজকর্মের ক্ষেত্র। এসব ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেবা প্রদান করে থাকেন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শ্রেণি ও পরিবেশ থেকে আগত। ফলে অনেপকই বিদ্যালয় পরিবেশে খাপখাওয়াতে সক্ষম হয় না যা ঝুঁকির কারণ হিসেবে দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভাবপর হয় না। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীদের সামাঞ্জস্যবিধান, স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন, পবিবার ও সমষ্টির কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে বিদ্যালয় সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়া, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া তথা শিক্ষা বিমুখতার পেছনে বিদ্যমান পারিবারিক, শারীরিক, মনোস্তাত্বিক ও মেধাগত কারণ নির্ণয় করে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বিদ্যালয় সমাজকর্মের বিকল্প নেই বললেই চলে। বিদ্যালয়ের সকল বিত্ত, শ্রেণি ও পেশাভুক্ত পরিবেশের সন্তানেরা অধ্যয়ন করে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশা ও আয়ভুক্ত পরিবারের শিক্ষার্থীর মধ্যকার হীনমন্যতা ও প্রতিহিংসা দূর করে বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত শিক্ষা-আচরণ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক আচরণ যেমন– স্কুল পালানো, বখাটে ও অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠা, বিদ্যালয়ভীতি, বিদ্যালয়বিমুখতা, আক্রমণাত্মক আচরণ, ধূমপান বা মাদকে আসক্ত হওয়া, যৌন হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদির পেছনে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ও মনো-সামাজিক কারণ চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শিল্পসমাজে শিশু-কিশোররা বিভিন্ন ধরনের মনো-সামাজিক সমস্যার কারণে সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ে যা বিদ্যালয় জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। পিতা-মাতার স্নেহবঞ্চনা, বৈরি পারিবারিক পরিবেশ, আর্থিক ও মানসিক দৈনতা, শিক্ষক কর্তৃক বঞ্চনা, পারিবারিক ভাঙ্গন বা বিচ্ছিন্নতা, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা প্রভৃতি কারণ শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমস্যাগ্রস্ত করে থাকে। শিক্ষার্থীর সাথে সংশ্লিষ্ট এসব বিয়য়ের উপর তথ্য অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, সমস্যার কারণ নির্ণয় এবং সমাধান পরিকল্পনা প্রণয়নে বিদ্যালয় সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ করে থাকেন। বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীদের বিপথগামীতা, স্কুল ও বাড়ি থেকে পলায়ন, অপরাধ ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়াসহ জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা করার ক্ষেত্রে পাঠমুখী করে তোলা একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও শিক্ষকের পাশাপাশি বিদ্যালয় সমাজকর্মী, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, প্রচারক, গবেষক ও বিশ্লেষক হিসেবে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কার্যাবলী পালন করে থাকেন। সমাজকর্মের একটি স্পন্দনশীল শাখা হিসেবে বিদ্যালয় সমাজকর্ম একশ বছরের বেশি সময় ধরে শিক্ষার্থীর বহুমুখী সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করে আগামী দিনের সৃজনশীল নাগরিক ও জাতীয় উপযুক্ত কর্ণধার হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছে। ফলে বর্তমানে সারাবিশ্বেই বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা চারটি মডেল অনুশীলন করেন যা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হলো– ঐতিহ্যগত ক্লিনিক্যাল মডেল, বিদ্যালয় পরিবর্তন মডেল, কমিউনিটি স্কুল মডেল এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেল।

২.১০.২ বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা

বিদ্যালয় সমাজকর্মের মূল দর্শন হচ্ছে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নয়ন আনয়ন করা। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পরিপূরক হিসেবে শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা বিদ্যালয় পরিবেশে সমাঞ্জস্যবিধানে ব্যর্থ, ঝরে পড়া, অমনোযোগী, স্কুল পালানো, অপরাধপ্রবণ, মাদকাসক্তিসহ ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে শিক্ষকদের পাশাপাশি গতিশীল ও বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিদ্যালয় সমাজকর্মীদের অন্যতম ভূমিকা হলো শিক্ষার্থীদের হতাশা, নৈরাশ্য, মানসিক চাপ, যন্ত্রনা ও অসহায়ত্বের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিক্ষণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং অগ্রগতি, সমুন্নত ও গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে পরামর্শক, উদ্বুদ্ধকারী, তথ্য সরবারহকারী, তথ্য উদ্ঘাটনকারী ও সাহায্যকারী হিসেবে বিদ্যালয়ে সমাজকর্মীরা বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও আবেগীক সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় সমাজকর্মী শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ সেবা প্রদান করে থাকেন। বিদ্যালয় সংক্রান্ত নীতি, পরিবেশ ও অনুশীলন যা শিক্ষার্থীদের কর্মবিমুখতা বা ত্রুটিপূর্ণ বিকাশের জন্য দায়ী তা পরিবর্তন আনয়নে পরিবর্তনকারী হিসেবেও ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া সমষ্টিকে স্কুলের প্রস্তাবনা ও কর্মসূচির সম্পর্কে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষার্থীকে দলীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তোলে ও ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিদ্যালয়ের সর্বজনীন সমস্যা সমাধানের জন্য ঐক্য গড়ার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী (mediator) এবং সহায়তাকারী (facilitator) হিসেবে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিদ্যালয় সমাজকর্মী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেবাপ্রদান করে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করে থাকেন তা নিম্নের ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো–

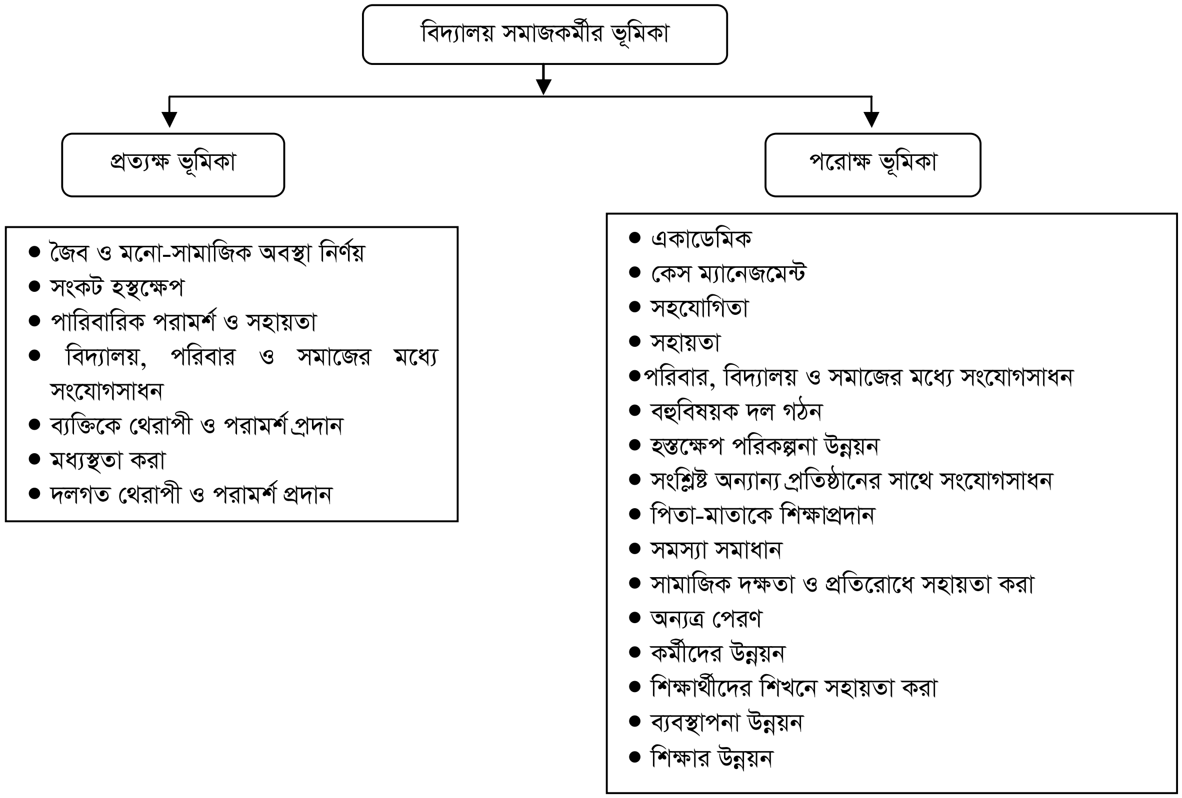

চিত্র ২.১০.১ : বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা

বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা প্রসঙ্গে Charles Zastrow (২০০৮:৩৪৫) তাঁর*"Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People"* গ্রন্থ বলেন, " School work is a relatively new role of the social worker।" তিনি আরো বলেন, " It is practical necessary for any school social worker to understand the dynamics of behaviour because social workers have been and will continue to be closely involved with problematic behaviour in children।" বিদ্যালয় সমাজকর্মীর আধুনিক ও সনাতন ভূমিকার মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যা ভূমিকা নিম্নের ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো–

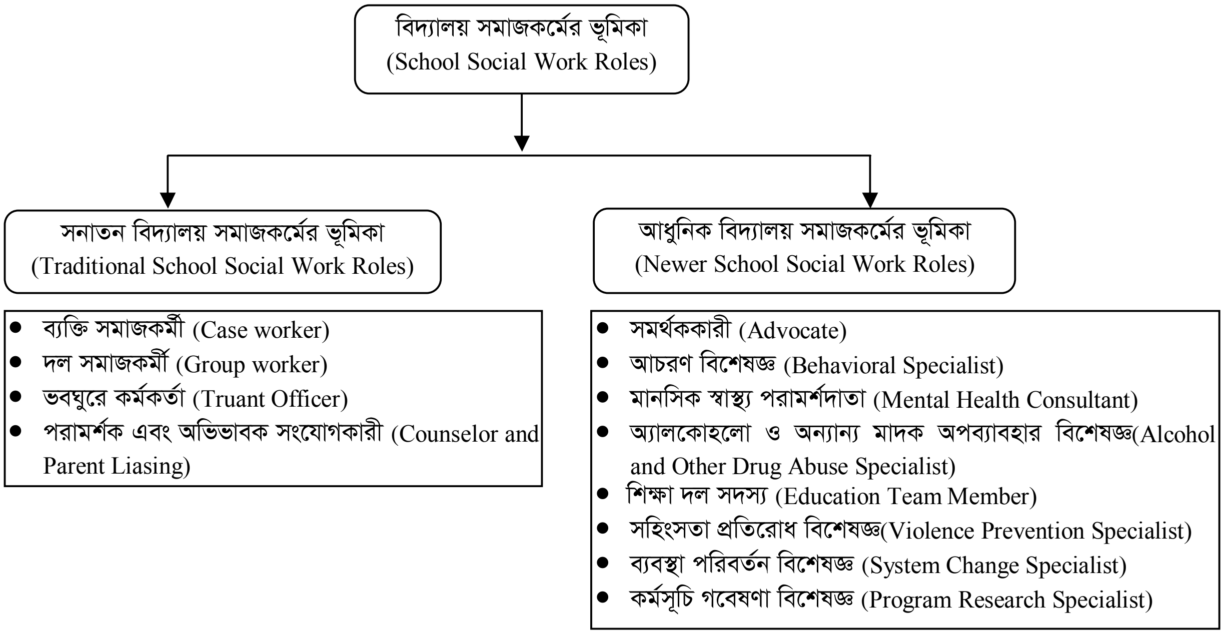

চিত্র ২.১০.২: বিদ্যালয় সমাজকর্মীর কার্যাবলী ও ভূমিকা

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী রোমানা দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। স্কুলের শিক্ষকেরা রোমানার সাথে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও তারা রোমানাকে স্কুলে পাঠাচ্ছে না। রোমানার মতো আরো অনেক শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার আগেই ঝরে পড়ছে। এছাড়া এই শ্রেণির অধিকাংশ নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ালেখায় অমনযোগী, একাকিত্বতা, হতাশা ও চাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শ্রেণিশিক্ষক এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যালয় সমাজকর্মী নিয়োগের উদ্যোগ নিলেন। বিদ্যালয় সমাজকর্মী উক্ত শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য সামাজিক গবেষণা করলেন। এক্ষেত্রে তিনি সামাজিক জরিপ, কেস স্ট্যাডি ও গৃহ পরিদর্শন করলেন। এর মাধ্যমে বিদ্যালয় সমাজকর্মী জানতে পারলেন যে, উক্ত এলাকার অধিকাংশ জনগণ নিরক্ষর ও দারিদ্র্য কবলিত। তারা নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত নয়। এছাড়া ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা দেখিয়ে দেয়ান জন্য গৃহশিক্ষক রাখার সামার্থ্য তাদের নেই। বিদ্যালয় শিক্ষকরাও ততটা ভাল করে পড়া বুঝিয়ে দিতে পারছেন না। এছাড়া এই গ্রামে বয়ঃসন্ধি পরপরই মেয়ে শিক্ষার্থীদের চলাফেরায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। স্কুলে যাওয়ার পথে যৌনহয়রানির শিকার হতে হয়। তাই 'উপযুক্ত পাত্র' পেলেই বাল্য বিবাহ দিয়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মী মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন এবং গ্রামের সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নে বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজে ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া সমাজকর্মী গতিশীলতা আনয়নকারী, সমন্বয় ও সংযোগ সাধনকারী, সচেতনতা সৃষ্টিকারী, শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে বিদ্যালয়ের পরিবেশগত উন্নয়ন এবং সমাজ ও পরিবেশের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক ও কাঙ্খিত পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতার মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য অনুঘটকের ভূমিকাও পালন করে থাকেন।

সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়ন দর্শন থেকেই বিদ্যালয় সমাজকর্মের জন্ম। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশ ও শিক্ষা লাভের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ঝরে পাড়া, পিছিয়ে পড়া, স্কুল পালানো, বিদ্বেষমূলক ও অপরাধমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণে বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা বহুমুখী ভূমিকা পালন করেন থাকে যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই আধুনিক শিল্পসমাজ শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক কল্যাণে বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বিদ্যালয় সমাজকর্মের মূল দর্শন কোনটি

ক) শিক্ষার্থীদের সমাগ্রিক উন্নয়ন
খ) পিতা-মাতার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
গ) শিক্ষক ও অভিভাবকদের কল্যাণ ও উন্নয়ন
ঘ) সমাজের সকল শ্রেণির কল্যাণ ও উন্নয়ন

পাঠ-২.১১ শিল্প সমাজকমের্র ধারণা ও ইতিহাস (Concept and History of Industrial Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.১১.১ শিল্প সমাজকর্ম ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

২.১১.২ শিল্প সমাজকমের্র ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

২.১১.১ শিল্প সমাজকর্ম

শিল্প সমাজকর্ম হচ্ছে আধুনিক সমাজকমের্র একটি বিশেষায়িত শাখা যা শিল্পকারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সমাগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকমের্র জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা অনুশীলন করে থাকে। সাধারণভাবে বলা যায়, শিল্পকারখানার পরিবেশে খাপখাওয়ানো এবং শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সমাজকমের্র জ্ঞান ও দক্ষতার অনুশীলনকে শিল্প সমাজকর্ম বলা হয়। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, "শিল্প সমাজকর্ম হলো শ্রমিকদের উন্নয়ন বা নিয়োগ কর্তৃপক্ষ অথবা উভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রমিকদের কর্মস্থল এবং কর্মস্থলের বাইরে সামাগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে পেশাগত সমাজকমের্র অনুশীলন।" Saini (১৯৭৫) শিল্প সমাজকমের্র সংজ্ঞায় বলেন, "শিল্প সমাজকর্ম হলো কর্মস্থলে উত্তমরূপে সামঞ্জস্যবিধানের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও দলকে সহায়তা করার সুব্যবস্থিত পন্থা (Industrial social work has come to be defined as a systematic way of helping individual and groups toward a better adaptation to work situation)।" *Encyclopaedia of Social Work* (২০০৮:৩৩১) vol. 3 এর সংজ্ঞানুযায়ী, "শিল্প সমাজকর্মকে শ্রমিক বা ব্যবস্থাপনার পৃষ্ঠপোষক কর্মসূচি বা সেবা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা আইনসঙ্গতভাবে শ্রমিক বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সমাজকল্যাণ প্রয়োজনসমূহ পূরণের নিমিত্তে পেশাদার সমাজকর্মীদের সদ্ব্যবহার করে (Industrial work is generally defined as programmes and services under the auspices of labour or management that utilize professional social workers to serve members or employees and the legitimate social welfare needs of the labour or industrial organization.)।" শিল্প সমাজকর্মকে অনেক সময় বৃত্তিমূলক সমাজকর্ম (Occupation Social Work) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং বলা যায়, শিল্প সমাজকর্ম হচ্ছে সমাজকর্মের সেই শাখা যা সমাজকর্মেও জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক ও ব্যাবপস্থাপকদের বিচিত্র ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করে থাকে।

২.১১ শিল্প সমাজকর্মের ইতিহাস

আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে শিল্পকারখানার মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব, শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক বিশৃঙ্খলা এবং শ্রমিকদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগত সমস্যা মোকাবিলা ও শ্রমিককল্যাণ সাধনে সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখা হিসেবে শিল্প সমাজকর্মের সূত্রপাত ঘটে। মানবতাবাদী চিন্তাধারা এবং ফলপ্রসূ উৎপাদনের স্বার্থে শিল্পকারখানায় শিল্প সমাজকর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। শিল্প সমাজকর্মের মূল প্রোথিত রয়েছে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় কল্যাণমূলক পুঁজিবাদ (welfare capitalism) ধারণার সাথে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে শিল্পকারখানায় বিভিন্ন সেবাকর্মসূচি যেমন– স্যানিটেশন, বাসস্থান, নিরাপত্তা ইত্যাদি তদারকি করার জন্য Welfare Secretaries নিয়োগ দেয়া হয়। Welfare Secretaries -এর কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না থাকায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে National Civic Federation ও American Institute of Social service নামে দুটি সংগঠন যেগুলো Occupation Social Welfare Services নিয়ে কাজ করে তারা welfare secretary ধারণার উপর গুরুত্ব দেন যা জনগণের মধ্যেও উদ্দিপনা তৈরি করেছিল। এ প্রেক্ষিতে ১৯২০ সালের মধ্যে New York School for Social Work এর অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েটরা অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিল্পক্ষেত্রকে বেছে নিল। সমাজকর্মীরা তখন Social Welfare Secretaries ভূমিকায় কাজ শুরু করে যা ১৯৩৫ সালের মধ্যে ক্রমে অদৃশ্য হতে থাকে। শিল্পভিত্তিক সমাজকর্মের পুনরুত্থান ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যখন নতুন শ্রমিক দল বিশেষ করে নারী ও সংখ্যালঘুরা শিল্প ক্ষেত্রে চলে আসে। পূর্ণকালীন চাকুরিতে শ্রমিক এবং single parent শ্রমিকদের ভূমিকা-জটিলতার সামঞ্জস্যবিধানের জন্য প্রথম দিকে Occupation Social Worker-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। Aroplane and Munitions industries গুলোতে Occupation Social

worker-দের ব্যাপক হারে নিয়োগ করা হয়। Bertha Reynolds একজন অন্যতম সমাজকর্ম তাত্ত্বিক ও পেশাদার প্রতিনিধি যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে National Maritime Union-এ কর্মরত অবস্থায় সংগঠিত কর্মী ও সমাজকর্ম পেশার মধ্যকার সম্পর্ক আরো জোরদারকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৬ সালে সেনাবাহিনীদের সেবা প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী Commissioned Officer Crops of Social Workers গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে ১৯৭০ সালে Columbia University of School of Social Work এর Industrial Social Welfare Center প্রতিষ্ঠা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এরপর Boston College, Hunter College এবং Utah University তে Occupation Social Work Program গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে CSW এর সহযোগিতায় Columbia College এবং Hunter College প্রথম শ্রম ও শিল্পক্ষেত্রে সমাজকর্ম অনুশীলন বিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন করে। বর্তমানে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেগুলোতে শিল্প সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার অনুশীলনকে শিল্প সমাজকর্ম বলা হয়। শিল্প সমাজকর্মকে বৃত্তিমূলক সমাজকর্ম হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় কল্যাণমূলক পুঁজিবাদ (welfare capitalism) ধারণার সাথে শিল্প সমাজকর্মের মূল প্রোথিত রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। শিল্প সমাজকর্মের সাথে কোন ধারণার সম্পর্ক রয়েছে?

ক) Welfare economic খ) Welfare capitalism
গ) Capitalism ঘ) Socialism

২। শিল্প সমাজকর্মকে কী নামে অভিহিত করা হয়?

ক) Work related social work খ) Job sector social work
গ) Occupational social work ঘ) Professional social work

পাঠ-২.১২ শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব ও শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা (Importance of Industrial Social Work and the Role of Industrial Social Worker)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.১২.১ শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখতে পারবেন ।
২.১২.২ শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

২.১২.১ শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব

শিল্প ক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প সমাজকর্ম শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের পারিবারিক, আবেগীয়, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান, অবসর গ্রহণ; অ্যালকোহলো ও মাদক অপব্যবহার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে একটি চিত্রের মাধ্যমে শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হলো:

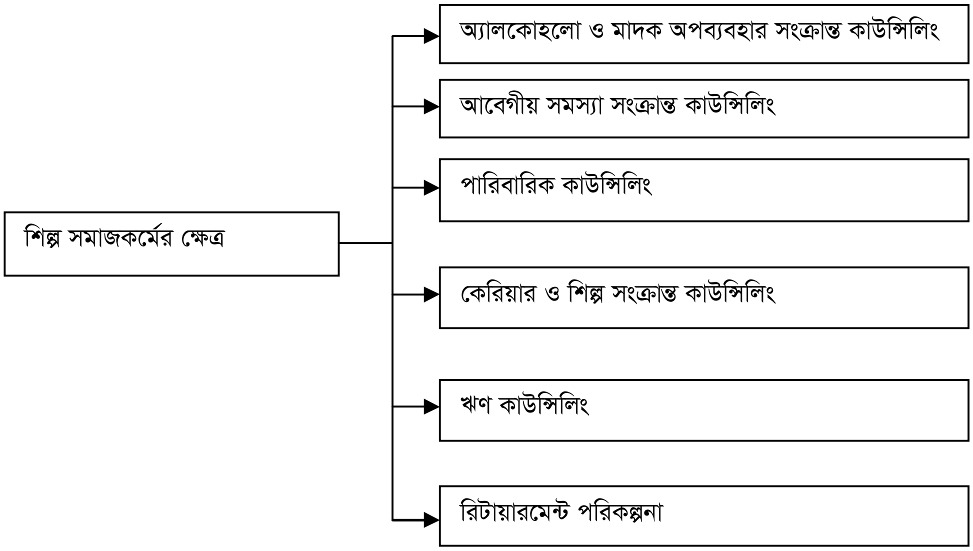

চিত্র ২.১২.১ : শিল্প সমাজকর্মের ক্ষেত্র

শিল্পক্ষেত্রে পরামর্শ, উপদেশ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রশাসনকে সহায়তাসহ শ্রমিক জোট তৈরি করার ক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিককল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করেন। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে শিল্প সমাজকর্মীর দায়িত্ব তুলে ধরা হলো:

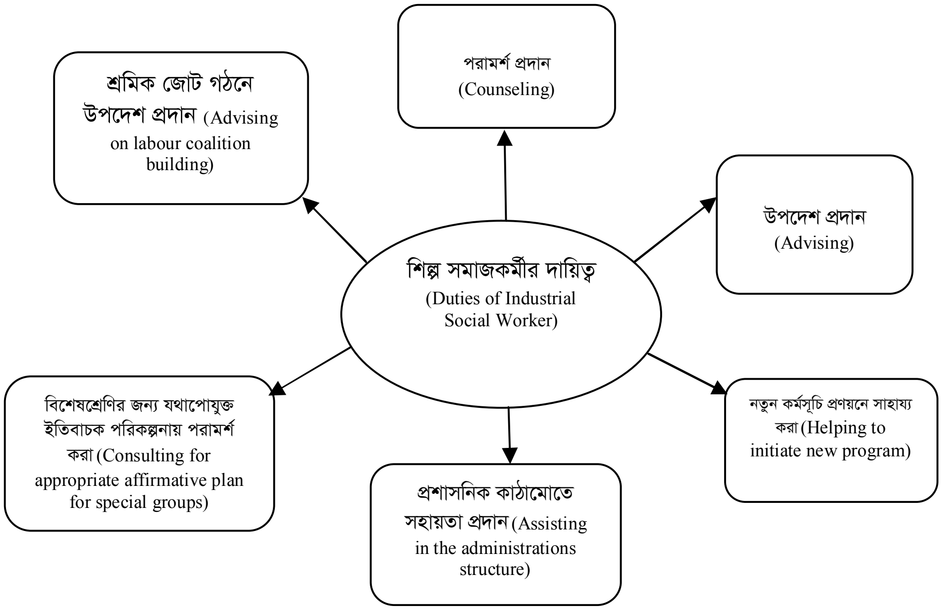

চিত্র ২.১২.৩: শিল্প সমাজকর্মীর দায়িত্ব

২.১১.২ শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা

শিল্প সমাজকর্মী প্রকৃতপক্ষে একজন পরিবর্তন প্রতিনিধি (change agent) হিসেবে মালিক, শ্রমিক ও সরকারের পক্ষে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শিল্পকারখানার শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সমস্যা যেমন– মাদকাশক্তি, হতাশা, হীনমন্যতাবোধ, বৈবাহিক এবং শিশুশ্রমিকদের অপব্যবহার ইত্যাদি সমস্যা মোকাবিলায় শিল্প সমাজকর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিদের স্বার্থ সংরক্ষণে ও দাবিদাওয়া পূরণে গড়ে ওঠা সংগঠন ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে শিল্পসমাজকর্মীরা শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব নিরসন ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা নিম্নরূপে তুলে ধরা হলো :

১) সমস্যাগ্রস্ত শিল্পশ্রমিকদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে পারামর্শ প্রদান করা যাতে তারা উন্নত জীবনমান অর্জনে সক্ষম হয়;
২) সমস্যাগ্রস্ত শিল্পশ্রমিকদের প্রয়োজন পূরণে সমষ্টি সম্পদ এবং বিদ্যমান কর্মসূচির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে উপদেশ প্রদান করা হয়;
৩) কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য নতুন কল্যাণ সমষ্টি, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচি চালু করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা;
৪) শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের কল্যাণে স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোতে সহযোগিতা করা এবং নতুন উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় সাহায্য করা;
৫) নারী, প্রবাসী/অভিবাসী, সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধী কর্মীদের উন্নয়নে যথাপোযুক্ত ইতিবাচক পরিকল্পনা গ্রহণে প্রশাসনকে পরামর্শ প্রদান করা;
৬) শ্রম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং শ্রমিকদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় মূলতবি আইন প্রণয়নে উপদেশ প্রদান করা।

বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শিল্পসমাজের প্রসার ও বিকাশ ঘটছে। শিল্পকারখানার শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব, শ্রম অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা , শ্রমিকদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগত সমস্যা মোকাবিলায় শিল্প সমাজকর্মীরা মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে পরিবর্তন প্রতিনিধি ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সারসংক্ষেপ

শিল্প শ্রমিকদের চাহিদা, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বৃহৎ সংগঠনের লক্ষ্যার্জনে শিল্প সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিল্প সমাজকর্মী একজন পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে মালিক শ্রমিক এবং সরকার পক্ষের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা কোনটি?

ক) শ্রমিক নিয়োগ দেয়া
খ) শ্রমিকদের বেতন-ভাতাদি প্রদান করা
গ) মালিকের স্বার্থ সংরক্ষণ করা
ঘ) শ্রমিক-মালিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা

পাঠ-২.১৩ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস (Concept and History of Gerontological Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.১৩.১ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম ধারণাটির ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.১৩.২ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের ইতিহাস সম্পর্কে বিবরণ লিখতে পারবেন।

২.১৩.১ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম

সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি বিশেষায়িত শাখা যা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের লক্ষ্য হচ্ছে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং জীবনযাপনের নেতিবাচক উপাদানগুলো মোকাবিলার মাধ্যমে প্রবীণদের সুখী, আনন্দময় এবং অর্থবহ জীবনযাপনে সাহায্য করা। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, ''জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের বিশেষ অনুশীলন ক্ষেত্র যাতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মনো-সামাজিক চিকিৎসা, প্রবীণদের প্রয়োজনীয় সমাজসেবা কার্যক্রমের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় (Gerontological social work is an orientation and specialization in social work concerned with the psychological treatment of older people the development and management of needed social services and programes for older individuals)।" জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম প্রধানত প্রবীণদের চাহিদা ও প্রয়োজন নির্ণয়, সমস্যা মোকাবিলা এবং প্রবীণসেবা সংশ্লিষ্ট নীতি, পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক কাঠামো গঠনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রবীণ এবং তাদের পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন ও পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে এই শাখা পরিচালিত হয়। সুতরাং বলা যায়, জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম হলো সে শাখা যে শাখা প্রবীণ ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাপনের, শারীরিক, মনো-সামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক, সাংগঠনিক এবং সামাজিক বিভিন্ন উপাদান সংশ্লিষ্ট বিষয় যা বার্ধক্য জীবনের শারীরিক ও আবেগিক দিককে বাধাগ্রস্ত করে তা নিয়ে আলোচনা করে।

২.১৩.২ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের ইতিহাস

সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশ ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে হলেও এখনো অনেকে স্বাস্থ্য, কল্যাণ এবং সমাস্যাগ্রস্তদের জীবনমান উন্নয়নে সমাজকর্মীদের ভূমিকার কথা পুরোপুরিভাবে স্বীকৃতি দিতে চায় না। এক্ষেত্রে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মী যারা প্রবীণদের নিয়ে কাজ করে তারাও ততটা স্বীকৃতি পায় না বললেই চলে। তবে বর্তমানে জনমিতিক ধারা পরিবর্তনের ফলে প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আমেরিকায় ৮৫ বছর উর্ধ্বে প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তারা জরাগ্রস্ত হওয়ায় তাদেরকে সক্রিয় এবং স্বনির্ভর করার প্রয়োজনে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা ও আর্থিক সমস্যা জটিল হওয়ায় তারা ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যবিধানে ততটা সক্ষম নয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত শারীরিক, সামাজিক এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকেন। জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের বিকাশে John A. Hartford Foundation -এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বপ্রথম ১৯১৯ সালে Hartford Foundation এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করে। Geriatric Social Work Initiative (GSWI) যা মূলত প্রবীণদের এবং তাদের পরিবারের যত্ন ও কল্যাণ তথা উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ সমাজকর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়াস চালায়। এছাড়া উদ্ভাবনীমূলক কৌশল গ্রহণ করে প্রবীণ বিষয়ক জ্ঞান ও বিশেষায়িত জ্ঞান বিকাশে শিক্ষা ও গবেষণার প্রয়াস চালায়। আর এক্ষেত্রে John A. Hartford Foundation-এর সহায়তাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের দুই ধরনের উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে CSWE Geroed Centre Competency Goal যা প্রবীণ ও তার পরিবার নিয়ে সমাজকর্ম অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে। অন্যটি হচ্ছে Hartfor Partnership Program in Aging Education (FPPAE) Geriatric Social Work Competency Scale যা উন্নত অনুশীলনের পর্যায় তৈরির জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা

করছে। ১৯৯৮ সাল থেকে GSWI প্রবীণ বিষয়ক সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে প্রয়াস চালাচ্ছে। জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের সূত্রপাত ও বিকাশ প্রথমে আমেরিকায় ঘটে। পরবর্তীতে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ধীরে ধীরে এই শাখার বিস্তার ঘটে। আমেরিকায় উনবিংশ শতাব্দী থেকে সমাজকর্মীগণ প্রবীণ ব্যক্তিদের সেবায় সেটেলমেন্ট হাউস, প্রবীণসেবা প্রতিষ্ঠান এবং পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বে প্রবীণ সমস্যা একটি সর্বজনীন সমস্যা। সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম যা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। সর্বপ্রথম আমেরিকায় জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গোড়াপত্তন ঘটে। এই শাখার বিকাশে John A. Hartford Foundation গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। GSWI ১৯৯৮ সাল থেকে প্রবীণ বিষয়ক সমাজকর্ম উন্নয়ন ও প্রসারে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। আধুনিক শিল্পসমাজে প্রবীণ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এই শাখার গুরুত্ব ও চাহিদা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিকাশ ঘটছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। GSWI এর পূর্ণরূপ কী?

ক) Gerontology Social Work Institution খ) Geriatric Social Work Initiative

গ) Gerontology Social Welfare Institution ঘ) Geriatric Social Welfare Institution

পাঠ-২.১৪ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা (Importance of Gerontological Social Work and the Role of Gerontological Social Worker Giatric Welfare)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.১৪.১ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.১৪.২ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

২.১৪.১ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব

মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক পরিনতি হচ্ছে বার্ধক্য। বার্ধক্যজনিত কারণে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং জীবনমানের নেতিবাচক উপাদান মোকাবিলার মাধ্যমে সুখী, আনন্দময় এবং অধিক অর্থবহ জীবনযাপনে সাহায্য করার ক্ষেত্রে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব অত্যাধিক। বর্তমানে আধুনিক শিল্পসমাজে প্রবীণ সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মানুষের আয়ুষ্কাল তথা গড় আয়ু বৃদ্ধির ফলে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়েই চলছে। ফলে প্রবীণরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, শারীরিকসহ বিভিন্ন কারণে সমস্যায় জর্জরিত হয়ে জীবনের কাঙ্খিত ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে তারা নিষ্ক্রিয় ও পরনির্ভরশীল হয়ে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রবীণদের মর্যাদার উন্নয়ন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, অধিকার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত চাহিদা পরিপূরণ, জীবনমান উন্নয়ন, আত্মবিশ্বাসী, আস্থাশীল ও আত্যপ্রত্যয়ী করে তোলে। সমস্যা সমাধানে সক্ষমতা অর্জন করতে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম প্রয়াস চালায়। এ প্রসঙ্গে Charles Zastrow (২০০৮:৪৭২) তাঁর *"Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People"* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ''সমাজকর্ম শিক্ষা প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে বিশেষায়িত প্রবীণ কল্যাণের বিকাশে ও প্রবীণদের সমস্যাসমূহ নিরূপনে অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে (Social work education in training a leading role in identifying the problems of older adults and is developing gerontological specializations within the curriculum.)।''

জাতিসংঘের মতে, ৬০ বছরের উর্ধ্বে যারা তারাই প্রবীণ। আধুনিক বিশ্বে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারের ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশি। জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী ১৯৭৫ সাল হতে ২০০০ সাল এই পঁচিশ বছরে প্রবীণ জনসংখ্যা ৩৬ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ কোটিতে উন্নতী হয়েছে এবং বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৬৮%। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে প্রবীণ জনসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ যা ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ১৩ লক্ষ হয়েছে। শিল্পায়ন ও নগররায়নের ফলে যৌথপরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে যা প্রবীণ সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। অসুস্থতা, দুর্বলতা, বার্ধক্যজনিত নিস্তেজতা, জরাগ্রস্ততা, একাকীত্ব, হীনমন্যতা ও নির্ভরশীলতাসহ বহুমুখী সমস্যায় প্রবীণরা জর্জরিত। এছাড়া শারীরিক ও মানসিক রোগ, সামাজিক মর্যাদা ও সামাজিক ভূমিকার অবনতি, অতীতের ব্যর্থতা ও সফলতার অনুভূতি এবং আন্ত-ব্যক্তিক সম্পর্কের অবনতিসহ নানামুখী সমস্যায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীরা সমস্যাগ্রস্ত হয়ে থাকেন। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং জীবনমানের নেতিবাচক উপাদানগুলো মোবাবিলার মাধ্যমে সুখী, আনন্দময় এবং অধিক অর্থবহ জীবনযাপনে সক্ষম করার ক্ষেত্রে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ফলপ্রসূ। সরাকারিভাবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়য়ের অধীনস্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ৬টি শান্তি নিবাস চালু রয়েছে যেখানে প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে আবাসিক সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে কিছু বৃদ্ধ নিবাস চালু রয়েছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য দেশে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেবা কর্মসূচি যথাযথ বাস্তবায়নে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

২.১৪.২ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা

প্রবীণদের শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা জৈব-মনো-সামাজিক (bio-psycho-social) সমস্যা মোকাবিলায় জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মী গতিশীল পেশাগত ভূমিকা রাখতে পারেন। সমস্যাগ্রস্ত প্রবীণ

জনগোষ্ঠী এবং তাদের পারিবারিক সমাস্যা সমাধানে এবং সামার্থ্য বৃদ্ধিতে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মী সাহায্য করে থাকেন। প্রবীণদের আত্মমর্যদা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতা জোরদার, জীবনমান উন্নয়ন, সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মক্ষমতা, প্রবীণবান্ধব পরিবেশে জীবনযাত্রা এবং সমস্যা মোকাবিলা ও সমস্যা সমাধান সামর্থ্য শক্তিশালীকরণে প্রবীণকাল্যাণ সমাজকর্মীরা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করে থাকেন। প্রবীণদের সামাজিক ভূমিকা পালন জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবীণদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ থেকে সমস্যা সমাধান পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজকর্মীরা বিশেষত মধ্যস্থতাকারী, পরামর্শক তথা পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে গতিশীল ভূমিকা পালন করে থাকেন। জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

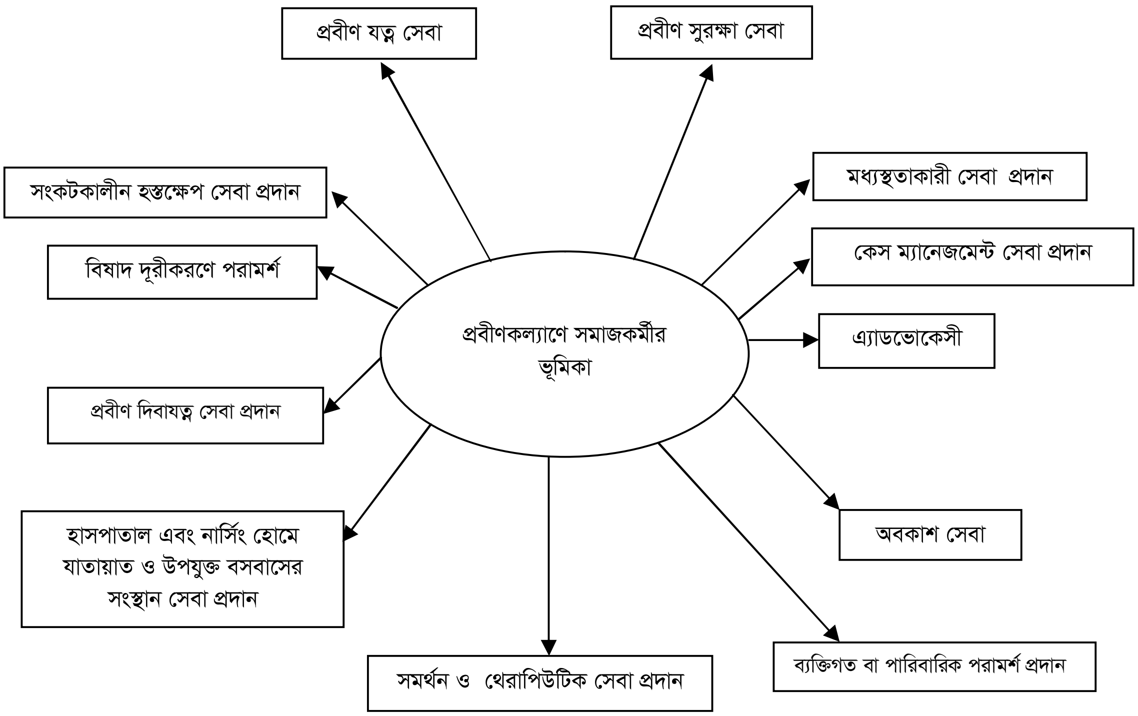

চিত্র ২.১৪.১ : প্রবীণকল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা

Charles Zastrow (২০০৮:৪৭২-৪৭৩) তাঁর *"Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People"* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, প্রবীণদের মধ্যস্থতা সেবা (brokering services), কেস ব্যবস্থাপনা বা সেবা ব্যবস্থাপনা সেবা (case management or care management services), পরামর্শ প্রদান (advocacy), ব্যক্তি ও পারিবারিক কাউন্সিলিং (individual and family counseling), আর্তদের কাউন্সিলিং (grief counseling), বয়স্কদের দিবা যত্ন (adult day-care), সংকট হস্তক্ষেপ (crisis intervention), বয়স্কদের পরিসেবা (adult foster care), বয়স্কদের নিরাপত্তামূলক সেবা (adult protective services), সহায়তা ও চিকিৎসা দল (support and therapeutic groups), অবকাশ সুবিধা (respite care), যোগাযোগ ও বাসস্থানগত সহায়তা (transportation and housing assistance social), হাসপাতাল ও নর্সিং হোমসেবা (services in hospitals and nursing homes) ইত্যাদি দেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা বিশেষভাবে দক্ষ।

প্রবীণদের সমস্যা নির্ণয়, পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা, পরামর্শ প্রদান, যোগাযোগ স্থাপন, এ্যাডভোকেসী এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর নানামুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। প্রবীণদের মর্যদা সমুন্নত রাখা, স্বনির্ভরতা বজয়রাখা, ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণে সক্ষম করা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে যাথাসম্ভব কম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া প্রবীণদের পরামর্শ সেবা, দিবা-যত্নসেবা, দত্তক সেবা, সংরক্ষণসেবা,

হাসপাতাল ও নার্সিং সেবা এবং নীতি প্রণয়নে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করে থাকেন। নিম্নে একটি প্রবীণকাল্যাণ সমাজকর্মীর পেশাগত দায়িত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১) প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং তাদের পরিবারের সমস্যা সমাধান এবং সামর্থ বৃদ্ধিতে সাহায্য করা;
২) প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে সম্পদ ও সেবাদানকারী ব্যবস্থা অধিক কার্যকর এবং মানবিক দৃষ্টিকোন হতে পারিবারিক সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করা;
৩) যেসব সামজিক ব্যবস্থা প্রবীণদের সম্পদ, সেবা এবং সুযোগ সুবিধা প্রদানে নিয়োজিত সেসব ব্যবস্থার সঙ্গে প্রবীণদের সংযোগ বা যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করা;
৪) জীবনব্যাপী প্রবীণ সাহয়ক উন্নয়ন, নীতি ও পরিকল্পণা প্রণয়নে অংগ্রহণ করা;
৫) প্রবীণ জনোগষ্ঠী এবং তাদের পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সাহায্য করা; এবং
৬) প্রবীণদের দৈহিক ও আবেগীয় কল্যাণে প্রতিবন্ধক হিসেবে যেসব দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, নৃ-তাত্ত্বিক, বর্ণগত, সাংগঠনিক এবং সামাজিক উপাদান নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চিত্র ২.১৪.১ : জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বের সবদেশেই প্রবীণ জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করা ও তাদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। উন্নত বিশ্বের অনুকরণে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মের একটি বিশেষায়িত শাখা হিসেবে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং নেতিবাচক উপাদানগুলো মোকাবিলার মাধ্যমে তাদের সুখী, আনন্দময় এবং অর্থবহ জীবনমানে সাহায্য করে থাকে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রয়োজন নির্ণয়, সমস্যা মোবাবিলা এবং প্রবীণসেবা সংশ্লিষ্ট নীতি, পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক কাঠামো গঠনে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবীণদের সমাস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীরা গতিশীল ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১) বাংলাদেশে প্রবীণকল্যাণে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক সেবা কর্মসূচির নাম কী?
ক) বৃদ্ধাশ্রম খ) প্রবীণকেন্দ্র
গ) শান্তি নিবাস ঘ) বৃদ্ধনিবাস

২) জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীরা প্রবীণদের কোন ধরনের ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলেন?
ক) মানসিক খ) সামাজিক
গ) শারীরিক ঘ) অর্থনৈতিক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। চিকিৎসা সমাজকর্মের অপর নাম কী?
ক) হাসপাতাল সমাজসেবা খ) মেডিক্যাল সমাজসেবা
গ) হাসপাতাল সমাজকর্ম ঘ) ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

২। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম চালুর ক্ষেত্রে কোন সংস্থার অবদান ছিল?
ক) ইউনেস্কো খ) ইউনিসেফ
গ) আন্তর্জাতিক রেডক্রস ঘ) সমাজসেবা অধিদপ্তর

৩। জাতিসংঘের মতে প্রবীণদের বয়স সীমা কত বছর?
ক) ৫৫ বছরের উর্ধ্বে খ) ৬০ বছরের উর্ধ্বে
গ) ৬৫ বছরের উর্ধ্বে ঘ) ৭০ বছরের উর্ধ্বে

৪। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সমাজকর্মের কোন শাখা কাজ করে?
ক) চিকিৎসা সমাজকর্ম খ) বিদ্যালয় সমাজকর্ম
গ) শিল্প সমাজকর্ম ঘ) ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

৫। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য কী?
ক) মানসিক ভাবে সমস্যাগ্রস্তদের সেবা প্রদান খ) অস্ত্র পাচারের পূর্বে মানসিক সান্ত্বনা প্রদান
গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা ঘ) মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান করা

৬। বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা হচ্ছে–
i. Behavoural specialist
ii. Truant officer
iii. Counselor and parent liasion
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। আবুবকর সিদ্দীকি সমস্যাগ্রস্তদের মানসিক ও সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা, বিকলঙ্গতা অথবা আবেগীয় ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার মতো অক্ষমতার প্রতিকার এবং প্রতিরোধে সমাজকর্মের তত্ত্ব ও পদ্ধতি অনুশীলন করেন। আবু বকর সিদ্দীকি কোন ধরনের সমাজকর্মী?
ক) চিকিৎসা সমাজকর্মী খ) স্কুল সমাজকর্মী
গ) শিল্প সমাজকর্মী ঘ) ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

রাহাত আহমেদ একজন পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখায় কর্মরত আছেন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় এ শাখাটির মূল প্রথিতো হয়েছিল। Bertha Reynolds শাখাটির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

৮। উদ্দীপকে রাহাত সাহেবের সমাজকর্মের কোন শাখায় কর্মরত আছেন?
ক) বিদ্যালয় সমাজকর্ম খ) চিকিৎসা সমাজকর্ম
গ) শিল্প সমাজকর্ম ঘ) সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম

৯। উদ্দীপকে ইঙ্গিত করা শাখাটির বিকাশে ১৯৭০ সালে কোন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে?
ক) Columbian School of Social Work খ) Industrial Social Welfare Centre
গ) Association of School of Social Work ঘ) American Association of Psychiatric Social Work

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ : ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ : ১। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ : ১। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬ : ১। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭ : ১। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৮ : ১। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৯ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১০ : ১। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১১ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১২ : ১। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১৩ : ১। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১৪ : ১। গ ২। খ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ২ : ১। গ ২। গ ৩। খ ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ ৭। ঘ ৮। গ ৯। খ